

ইসলামিক বাংলাদেশ-এবং ‘ঢাকার দারুল এলেম’ এর রূপরেখা।

সাদ্দিক কামরান মির্জা
জুলাই ২০, ২০০৮

জি হ্যাঁ, এই ব্যাপারে এখন আর কোন সন্দেহ নেই যে একাত্তরে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে পাওয়া “সোনার বাংলা দেশ” ধীরে ধীরে শেষ পর্যন্ত একটি পবিত্র এবং অতি উৎকৃষ্ট “ইসলামী দেশ” এ পরিণত হয়ে যাচ্ছে, (বেওয়াকুফ, শিক্ষিত মোনাফেক এবং অজ্ঞ বাঙ্গালীদের মুখে থুঁথু মেরে)। এই দেশটির প্রাচীন নাম ‘বাংলা’ শব্দটি শীঘ্রই বিলুপ্ত হতে যাচ্ছে বলেই মনে হচ্ছে, কারণ ইসলামিষ্টদের কাছে এই “বাংলা” শব্দটি বেহৎ হিন্দুয়ানী শুনায়। এই দেশটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে নিম্নরূপঃ

শুধু পাক্কা-মুসলিমদের বাসস্থান হবে এই দেশ এবং এদেশের ভাষা অবশ্যই হবে আসমানী অর্থাৎ আরবী। কারণ আরব হল আল্লাহর জন্মস্থান এবং ‘পার্মানেন্ট’ বা চির বাসস্থান। তা’ছাড়া আল্লাহর পবিত্র ঘরটিও তার আরবেই অবস্থিত! আরবী হল আল্লাহর মুখের ভাষা এবং বেহেশতি ভাষা। এই দেশ থেকে অমুসলিম কুফরদেরকে ঠেঙ্গিয়ে বিদায় করা হবে ইনশাআল্লাহ! পাঠকগন, হয়তো মনে করছেন বেহুদা আমি এসব কথা বানিয়ে বলছি; অথবা আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আসলে ঠিক তার কোনটিই হয় নি আমার। আমি বর্তমান কালের বাঙ্গালদেশী পত্রিকার উদ্ধৃতি দিলেই জিনিষটা “জলবৎ তরলং” হবে। অতএব, ধৈর্য ধরুন !

সম্প্রতিকালের বাংলাদেশী কিছু পত্রিকায় যাহা লিখা হয়েছে--

হত্যার হুমকি দিয়ে চিঠিঃ

প্রথমে হুমায়ুন আজাদকে চা’পাতি দিয়ে কচুকাটা করার প্রচেষ্টা, তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন শিক্ষক, পরে আরও দুইজন, তারপরে আরও দশজন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও দুইজন শিক্ষককে পত্রযোগে হত্যার হুমকি পাঠিয়েছে। উগ্রমৌলবাদীদল এইসব কুফর শিক্ষকদেরকে বলেছেঃ “তোমাদেরকে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে হবে এবং দাড়ি রাখতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক আকাশকে সাতদিনের মধ্যেই হত্যা করা হবে।”

এসবি হচ্ছে মৌলবাদীদের টেস্ট-কেস; অর্থাৎ তারা খোঁচা দিয়ে দেখছে দেশের লোকদের মধ্যে কোন চেতনা হয় কি না! তারা পরিস্কার দেখতে পাচ্ছে বাঙ্গালী মুসলিমরা বেশ শান্তই মনে হচ্ছে, দেশে তেমন কোন জাগরন নেই; এব্যাপারে কারও তেমন মাথা ব্যথাও নেই, এবং মনে হচ্ছে বাঙ্গালী মুসলিমগন এতে বেশ আরাম বোধ করছেন, বিশেষ করে সদালাপী মুমিনবান্দারাও বেশ আরাম বোধ করছে। তাই একাত্তরের পরাজিত মৌলবাদী রাজাকারেরা বাংলার গাও-গ্রামের সব মুমিন মুসলমানদেরকে হেদায়ত করা খতম করে (গত ২০/২৫ বৎসরের অক্লান্ত সাধনা) আজকাল শহরে এসে হানা দিচ্ছে। গাও-গ্রাম প্রায় ‘ক্লিয়ার’, তবে দেশের শহরগুলোতে এখন ওকিছু কিছু বেকুব কাফের অবশিষ্ট আছে। এইসব বেদাত আর খতরনাক কুফরদেরকে সায়েস্তা করার জন্য আল্লাহর সৈনিক বাঙ্গালী মোল্লারা তাদের পবিত্র নজর দিয়েছে দেশের শহর গুলোতে; বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে। মুজিবের “সোনার বাংলাদেশ” এর আজকের

এই হাল-হকিকৎ এর জন্য আমাদের নকল মুক্তিযুদ্ধা ‘র‍্যাবন-গ্লাস জেনারেল’ জিয়া এবং বিশ্ব-বেহাইয়া জেনারেল এরসাদকে সকল তোফা বা ‘ক্রেডিট’ দেওয়া আমাদের একান্ত কর্তব্যই বটে।

নাস্তিক-মুরতাদ প্রতিরোধ কমিটি ও মুসলিম মিল্লাত শরিয়া কাউন্সিল যাহা বলেন--

“সুমায়ে আল্লাহর আইন কায়েম করার জন্য আমরা আন্দোলন করছি। কিন্তু এসব মুরতাদ মুশরিক শিক্ষকরা দেশে ইসলামী খেলাফত কায়েম যাহাতে না হয় তার জন্য ছাত্রদেরকে কুপরামর্শ দিচ্ছে। যেহেতু তারা নিজেদের কোরান ও সুন্নাহর বিরুদ্ধে পরিচালিত করে ফাসেক, মুনাফেক ও মুশারেকের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, সুতরাং মুসলিম আইনের আওতায় তাঁদেরকে হত্যা করা ইমানদার মুসলমানের ইমানী দায়িত্ব। পবিত্র কোরানের সূরা ৬ নম্বর আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী হজের মাস ব্যতীত মুশরিকদের যেখানে পাওয়া যাবে, সেখানেই হত্যা করতে হবে।” (মুশায়াল্লাহ, এটাকেই না বলে শান্তির ধর্ম!) তবে তওবা করে মসজিদে গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করলে এবং রোজ কোরান অর্থসহ পাঠ করলে তাদের জীবন রক্ষা পেতে পারে।”

ঐ দিকে উত্তর পশ্চিমবঙ্গে তা’লেবানী রাষ্ট্র কায়েমের পথে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। বাংলা ভাইয়ের ক্যাডার বাহিনীর অনেকে হালি হালি বিয়ে করে চলেছে, কারণ ইসলামি কায়দায় অভিযান চালিয়ে অনেক লুটপাট করা হয়েছে গনিমতের মাল এবং তাদের পকেটে এখন প্রচুর মালের হেফাজত বা সমাগম হয়েছে। গ্রামের কুফরদেরকে জেলে পাঠিয়ে দিয়ে তাদের চাঁদপারা বেগানা আওরতকে জোর করে নিয়ে বিয়ে করছে। আল্লাহর জেহাদী সৈনিকদের যাতে কোন প্রকার অসুবিধা না হয়, সেজন্য ইসলামি মোতাবেক মু’তা ম্যারেজ শীঘ্রই চালু হবে বলেই মনে হয়।

দেশের পশ্চিমা কুফরী শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন দরকার--

হিব্বুত তাহরীর যাহা বলেন--

আল-কুরান অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ‘কারিকুলাম’ প্রণয়ন করিতে হইবে। ইসলামী দল ‘হিব্বুত তাহরীর’ বলেনঃ “বাঙ্গালী, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ভ্রান্ত, গনতন্ত্রে বিশ্বাস করিনা,। বাংলাদেশে অনেক ইসলামীদল রয়েছে যারা ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন পথে কাজ করলেও তাদের সকলের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং গন্তব্যস্থল এক এবং তাহা হল-পুঁজিবাদ ও বস্তুবাদের মত অনৈসলামিক চিন্তা-চেতনার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে দেশে ইসলামী খেলাফত কায়েম করা। গনতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ হল ভ্রান্ত মতবাদ। ইসলাম হচ্ছে মুক্তির দর্শন।

এই হিব্বুত তাহরীর এর সদস্যগণ কোন অর্ধশিক্ষিত মোল্লা নয়; তারা আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত সভ্য জগতের মানুষ। যেমনঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবি এর শিক্ষক মহিউদ্দিন আহমেদ, ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক ডা সৈয়দ গোলাম মাওলা, একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জিতুজ্জামান হক, ডা সাঈদ, শেখ তৌফিক প্রমুখ। কাজেই কেউ যেন অযথা এবং বেছন্দা অশিক্ষিত মোল্লাদের দোষ না দেন।

হিব্বুত তাহরীর তাদের পরিচয় দিয়েছে-‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীবৃন্দ’ নামে। ‘আল কোরান অনুসারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী প্রণয়নের দাবিও করেছে তারা। শুধু দাবিদাওয়া নয়, তারা ওর্ডার করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে ‘পশ্চিমা অন্ধ অনুকরণের মূলনীতি’ বন্ধ করতে এবং আল-কোরান অনুসন্ধান করে কোরান মাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করতে। ইসলামি ভাবধারা নিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে সবকিছুই কোরান অনুসারে চলতে হবে। পশ্চিমা

ব্রাহ্মণ মূল্যবোধহীন শিক্ষা দিয়ে শুধু কাফের তৈরী করা চলবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগে বিশ্বে মানুষের উৎপত্তির ইতিহাস, বিশ্বভ্রমণের মানুষের অবস্থান, মর্যাদা, পালনীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা প্রথম বৎসরের জন্য বাধ্যতামূলক করতে হবে।” অর্থাৎ কিনা কুফরির মতবাদ যেমন ‘ডারউইনের মতবাদ’ শেখানো একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে।

দেশ যখন একটি পবিত্র ইসলামী ‘প্যারাডাইজ’ বনে যাচ্ছে তখন আর চুপকরে বসে না থেকে আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি এবং মেধা খাটিয়ে বাংলাদেশের মোল্লাদেরকে একটি ইসলামী প্রোগ্রাম দিলে কেমন হয়? অন্ততঃ কিছুটা হলেও ছওয়াবের ভাগি হওয়া যাবে, কি বলেন সদালাপী ভাইরা আমার? তাই নিম্নে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ইসলামি-করণের পরিকল্পনা মুমিন বান্দাদের মানে কিনা মুসলমানদের (হিব্বুত তাহরীর) কাছে পেশ করছিঃ

প্রথমতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ইসলামী বাংলাদেশের সেন্ট্রাল মাদ্রাসা হিসাবে তৈরী করতে হবে। অর্থাৎ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবে একটি শ্রেষ্ঠ ইসলামী ‘মক্তব’ যাহা ইজিপ্টের আল-আজহার ‘মদরসা’ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে হবে। এই ইসলামী মক্তবের ভাইস-চেঞ্চেলর হবেন বায়তুল মোকাররম মসজিদের অন্যতম খাতিব মাওলানা ওবায়দুল হক। বিজ্ঞান ফ্যাকালটির ডীন হবেন কোরানিক বিজ্ঞানের জন্মদাতা প্রফেসর শমশের আলী। রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক বিভাগের ডীন হবেন একাত্তরের বিক্ষাত রাজাকার মাওলানা সাঈদী। অন্যান্য সকল শিক্ষক হবেন দেশের এবং বিদেশের গন্যমান্য মাওলানা এবং ইসলামী পন্ডিতগণ (তওবা, তওবা, এটা কি লিখে ফেললাম; পন্ডিত শব্দ তো হিন্দুয়ানী মোতাবেক! এরা হবেন বুজুর্গ)। পশ্চিমা কাফেরের দেশে আরামে বসবাস করছেন এমনসব মুমিন মুসলমান যেমন, ওমর ফারুক, মোহাম্মদ চৌধুরী এর মত ইসলামী বুজুর্গরা এই বাঙ্গালীদের গর্ভ আল-আজহার মক্তবে চাকুরির জন্য আবেদন করিতে পারেন। আর দেশে ফেরত না আসতে চাইলে জিহাদী বৃগেডের সৈন্যদের দ্বারা তাদের ‘কিডনেপ’ করা যেতে পারে! আমাদের সদালাপী ইসলামী বুজুর্গরাও আবেদন করে দেখতে পারেন। তবে সেতারা ‘আফা’ ঢাকার আল-আজহার মক্তব থেকে হাজার মাইল তফাৎ থাকবেন। সেখানে নাস্তিক কমিউনিস্টদের কোন স্থান হবে না।

দেশের সকল স্কুল-কলেজকে মাদ্রাসাতে পরিণত করতে হবে। প্রয়োজনে দেশের প্রত্যেকটি গ্রামে একটি করে মাদ্রাসা তৈরী করতে হবে। এবং এসব মাদ্রাসা সেন্ট্রাল মক্তবের আড্ডারে থাকবে।

এই সেন্ট্রাল ইসলামী মক্তবের পাঠ্য-পরিকল্পনার বয়ান নিম্নরূপঃ

১। সকল কুফরী পশ্চিমা শিক্ষা একেবারে বিলুপ্ত করতে হবে। এই সেন্ট্রাল মক্তবে শুধু কোরানিক এবং হাদিসের শিক্ষা দেয়া হবে।

২। পশ্চিমা কাফেরদের বিজ্ঞান বঙ্গোপসাগরে ফেলে দিয়ে শুধু মাত্র ইসলামি বিজ্ঞান, অর্থাৎ প্রঃ শমসের আলীর কোরানিক বিজ্ঞান এবং মরিস বুকাইলের আবিষ্কৃত বিজ্ঞানই ক্লাশে পড়াতে হবে।

৩। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল মুরতাদ/কুফর শিক্কদেরকে ইসলামী প্রথায় মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উম্মুক্ত ময়দানে “ঢিল মেরে” তাদের শরীর ক্ষতবিক্ষত করতে হবে এবং সেই সময়ে সকল তালেবান ও হুজুররা একযোগে “আল্লাহ ওয়াকবার” ধ্বনি দিতে হবে।

৩। এই সেন্ট্রাল মক্তবের সকল ছাত্র এবং শিক্কদেরকে দাড়ি রাখতে হবে, কোন প্রকার মুন্ডন বা চাঁছিয়া ফেলা চলবেনা। দেশ থেকে সর্ব প্রকার চাঁছন যন্ত্র বা ‘ব্লেড’ উচ্ছেদ করতে হবে। মক্তবে থাকা কালীন সকল ছাত্র-শিক্ককে জমাতে যোহরের এবং আছরের নামাজ আদায় করতে হবে।

আজানের ধ্বনি শুনা মাত্র মক্তবের সব ক্লাশ তক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে যাবে এবং সকলে দৌড়িয়ে গিয়ে মক্তবের পুকুরে ওজু করবে এবং নামাজের ময়দানে জড়ো হবে সালাতের জন্য। বৃষ্টি-বাদলের দিনে মুলিবাশ দ্বারা নির্মিত ছাউনির নিচে জামাত পড়া হবে ময়দানে।

৪। এই সেন্ট্রাল মক্তবের প্রত্যেক গেটের কাছে একটি করে প্রকান্ড বড় ‘পিকদানী’ থাকিবে যাহাতে মক্তবে ঢুকা এবং বাহির হবার সময় সবাই তাদের ঘূনার থুঁথু ফেলতে পারে (কারণ মক্তবের ভাইসচেঞ্চেলরের মতে মুসলিমদের থুঁথুই হল কাফেরদের জন্য ডেইজী-কাটার বোমা) যাহা প্রয়োজনে আমেরিকান কুফরদের মাথায় (বুশের মাথায়) ফেলা যায়। আর পানের পিক হলে তো কথাই নাই। পান-খাওয়া তালেবানদের জন্য জাম্বাতুল ফেরদৌস বরাদ্দ থাকবে। কি বলেন আমাদের সদালাপী ভাইরা?

৫। মক্তবের সকল শিক্ষক নিযুক্তিতে প্রার্থীদের ইসলামী জ্ঞানকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে। যারা পবিত্র কোরানে হাফেজ তাদের জন্য ১০০ মার্ক রিজার্ভ থাকবে। আরবী শিক্ষাকে সকল মক্তবে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৬। এখন থেকে বাংলা (হিন্দুয়ানী ভাষা) ভাষাকে সকল মক্তবে নিষিদ্ধ বলে গণ্য করা হবে। তবে সেন্ট্রাল মক্তবে মাস্টার্স কোর্সে বাংলা ভাষাকে একটি যবনিক ভাষারূপে পড়ানো যেতে পারে। আর বঙ্কিমের ‘আনন্দমঠ’ ডক্টোরেট কোর্সে দেয়া যেতে পারে। হিন্দুরা স্লেচ্ছ বা যবনকে কি প্রকার ঘৃণা করত তা বুঝতে হলে বঙ্কিমের দুই একটা রচনা পড়ার আবশ্যিকতা আছে।

৭। আমাদের পেয়ারে নবীর আদেশ এবং কোরানের সুরা নূর এর আদেশ অনুযায়ী সকল নারীগনকে কেবল গৃহকোনে বাস করতে হবে। অর্থাৎ আজ থেকে সকল বেগানা আওরাৎদের শিক্ষালাভ বন্ধ। দেশের সকল মুমিন আওরাৎদের কেবল কোরান এবং হাদিস পড়ানো হবে যাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে পারে আর স্বামী-সেবা করতে পারে। বেগানা আওরাৎরা বিশেষ প্রয়োজনে বাহিরে যেতে হলে কালো রঙ্গের বোরখা (মোবাইল প্রিজন) লাগিয়ে সাথে বয়স্কা মহিলাদের সাথে নিয়ে বেরুতে হবে। এতে তাদের আক্রোশ ঠিক থাকবে আর জোয়ান মরদদের জোয়ানীও আসান থাকিবে।

৮। দেশের অন্যান্য সকল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আন্তর্জাতিক এছলামী মদরসায় পরিণত করতে হবে, যাতে অন্যান্য মুসলিম দেশের ছাত্রগন এই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি নিয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যে আমরা যাকে মাদ্রাসা বলি সেটাকে আরবের লোকরা বলে ‘মদরসা’। অতএব, সদালাপী ভাইরা যেন আমার উপর ঝাপিয়ে না পড়েন এই বলে যে - “এই ব্যাটাকে ধর কেননা সে এখন আমাদের অতি পেয়ারা আসমানী জবানকে বিকৃত করার তালে আছে!”

৯। প্রতি বৎসর সেন্ট্রাল মক্তবে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) আন্তর্জাতিক ইসলামী সেমিনার হবে যাতে দেশী-বিদেশী সকল ইসলামি চিন্তাবিদ বা অন্যান্য বুজুর্গরা তাদের কোরানিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি বা নতুন নতুন আবিষ্কার নিয়ে বহেস করতে পারেন।

১০। দেশ থেকে তামাম গান-বাজনা তুলে দেয়া হবে। ব্যান্ড-সঙ্গীত শীঘ্রই ব্যান্ড করা হবে। ঢাকা স্টেডিয়ামে যত গিটার মিটার, ড্রাম, কি-বোর্ড যন্ত্র আছে তা আনা হবে সেই সব নিধন করতে। আর দেশের যত সেতার, সরোদ, তবলা আছে তা ভারতে পাঠিয়ে দেয়া হবে। তবে হামদ, নাত এর বিভাগ খুলার কথা চিন্তা করা যেতে পারে।

১১। বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর হতে ‘ফাইন আর্টস’ বিভাগ সমূলে উৎপাটন করা হবে। এটাই হচ্ছে মিল-মোহাব্বতের জায়গা মানে কিনা ইবলিশের হেড-অপিস। সে স্থলে আমরা কা’রীদেরকে সবক দেব কি ভাবে সুরেলা কণ্ঠে কোরাণ তেলাওয়াৎ করতে হয় আর আজান দিতে হয়। ফি

বছর এখানে শীতের মওসুমে প্যাভেল টাঙ্গিয়ে কেরাত পাঠের প্রতিযোগিতা, বুরকার ডিজাইন কম্পিটিশন, টুপির বাইরে জরিদার কাজের নকশা, আজান কম্পিটিশন, জায়নামাজের ডিজাইন কম্পিটিশন, ইত্যাদীর এন্তেজাম করা হবে। সাথে অবশ্য মিনাবাজারও থাকবে তবে সেখানে বেগানা আওরাৎদের ঢুকতে দেয়া হবে না।

১২। মাস্রেকি আল-আজহার মদরসায় একটি ফাতোয়া বিভাগ খুলা হবে। বারোজন আলেমদের দ্বারা পরিচালিত এই বিভাগে প্রতি মাসে ফাতোয়া দেয়া হবে মুরতাদ, বেইমান, নালায়েক, নাফরমানী, মুনাফেকী, জেনাহকারী, বে-আক্ৰধারী, দাড়ির মুন্ডনের শাস্তি ইত্যাদী শরিয়ত-বিরোধী কাজের ফালানা শাস্তি কি প্রকার হতে পারে তার ‘গাইড-লাইন’ এই ফাতোয়া বিভাগের বুজুর্গরা পেশ করবেন।

১৩। একটি ওয়াজ-মেহফিল বিভাগও খোলা হবে। এর পরিচালনা করবেন বরিশালের বুজুর্গ জনাব দেলওয়ার হুসেইন সায়েদী ছাহেব। কি ভাবে মাগ্রেবী ট্রেনিং প্রাপ্ত মুরতাদদের সাথে বহেস করা যায় কোরাণিক যুক্তি দ্বারা সেই ব্যাপারে তালিম দেয়া হবে আমাদের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ তালিবানদের। বিলাত হতে আলী সিনাহ, ইবনে ওয়ারেক, কামরান মিরজা, আবুল কাসেম এবং ফতেমোল্লাকে নিয়ে আসা হবে আমাদের বহেস বিভাগের তালিবানদের সাথে বহেস করার জন্য। এইসব নালায়েক মুরতাদদের বহেসে হারিয়ে ফানা ফানা করা হবে যাতে ‘সেকুলারিজম’ নামে যে নুতন ভুতের উপদ্রব হয়েছে ইন্টারনেটে তার একটা দফারফা হয়।

সুধীমন্ডলী, আমাদের মাস্রেকি আল-আজহার মদরসার রূপ-রেখার বর্ণনা আরো দেয়া যেতে পারতো তবে আপাততঃ এখানেই ক্ষান্ত দেয়া হলো। ইসলামিক মতে বেজোড় সংখ্যায় নাকি সব কিছু শোধ করতে হয়। তাই এছলামী তরিকায় রচনাটির যবনিকা ঘটলাম। ধন্যবাদ এটা পড়ার জন্য।